সুন্দরবনবিনাশী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সকল প্রকল্প বাতিলের দাবিতে জাতীয় জাগরণ কেনো দরকার?

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহু বিকল্প আছে, কিন্তু সুন্দরবনের বিকল্প নাই

সুন্দরবনবিনাশী রামপাল-ওরিয়ন বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সকল অপতৎপরতা বন্ধ কর

বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে **জাতীয় কমিটির ৭ দফা** বাস্তবায়ন কর

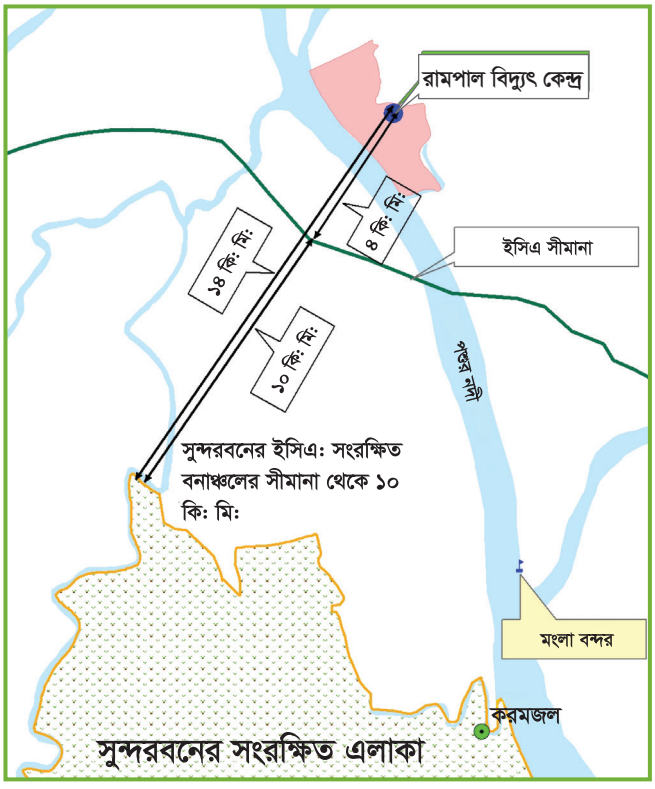

সরকারের পরিবেশ সমীক্ষা অনুসারে সুন্দরবন থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূরত্ব ১৪ কিমি। অথচ ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ইআইএ গাইড লাইন, ২০১০ অনুসারে নগর, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা ইত্যাদির ২৫ কিমি সীমার মধ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এড়িয়ে চলতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে কিন্তু সুন্দরবনের কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বন প্রাণ-বৈচিত্রের এক অসাধারণ সম্পদ, এক অতুলনীয় ইকোসিস্টেম, পরিবেশশোধনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচাইতে শক্তিশালী প্রাকৃতিক রক্ষা বর্ম। সুন্দরবন আছে বলে প্রতিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচে।

সুন্দরবন বিনষ্ট হওয়া মানে বহু লক্ষ মানুষের জীবিকা হারানো, উপকূলীয় অঞ্চলের কয়েক কোটি মানুষকে মৃত্যু ও ধ্বংসের হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া। একদিকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করে এই অনবায়নযোগ্য বিশাল আশ্রয় সুন্দরবন হত্যার আয়োজন চলছে, অন্যদিকে দেশের প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের নানারকম প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। রামপাল প্রকল্প সামনে রেখে ওরিয়নের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিপইয়ার্ড, সাইলো, সিমেন্ট কারখানাসহ নানা বাণিজ্যিক ও দখলদারী অপতৎপরতা বাড়ছে।

রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ তথ্য: অনিয়ম ও জোর-জবরদস্তি দিয়ে শুরু

- মূল প্রতিষ্ঠান ভারতের এনটিপিসি। বাংলাদেশের পিডিবিসহ নতুন কোম্পানির নামে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী বিদ্যুৎ কোম্পানি।
- খরচ-১৪ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা বা ১.৮২ বিলিয়ন ডলার
- ১৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণের আদেশ জারি-২৭ ডিসেম্বর ২০১০
- বিপিডিবি এবং এনটিপিসি'র মধ্যে জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৯ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ।
- পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ অনুমোদন-৫ আগস্ট ২০১৩
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান-১২ এপ্রিল ২০১৫
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভারতের ভেল বা ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড মনোনীত।

নির্মাণ পর্যায়ে ক্ষতিকর প্রভাব

- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মালামাল ও যন্ত্রপাতি পরবহনের ফলে বাড়তি নৌযান চলাচল, তেল নিঃসরণ, শব্দ দূষণ, আলো, বর্জ্য নিঃসরণ ইত্যাদি।
- প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যানবাহন, জেনারেটর, বার্জ ইত্যাদি থেকে ক্ষতিকর সালফার ও নাইট্রোজেন নিঃসরণ।
- কঠিন ও তরল বর্জ্য নির্গত হয়ে নদী, খাল দূষণ
- বালি ভরাটের সময় এবং ভরাট করা জমি থেকে বাতাসে ধুলার মাত্রা বৃদ্ধি
- ড্রেজিং এর ফলে নদীর পানি ঘোলা হওয়া এবং তেল, গ্রীজ ইত্যাদি নিঃসৃত হয়ে নদীর পানির দূষণ।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু থাকা অবস্থায় ক্ষতি-১

- ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে ৫২ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড ও ৩১ হাজার টন নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নির্গমন
- টেক্সাসের ফায়েত্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে ৩০ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড নির্গত হতো

ফলাফল: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হাইওয়ে ২১ এর ৪৮ কিমি এলাকা জুড়ে গাছ ধ্বংস

* সূত্র: http://www.huffingtonpost.com/2010/12/28/farmers-pecan-growers-say_n_801945.html

বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু থাকা অবস্থায় ক্ষতি-২

- **পশুর নদীর পানি ব্যবহার:**
  - প্রতি ঘন্টায় ৯১৫০ ঘনমিটার করে পানি প্রত্যাহার এবং ৫১৫০ ঘনমিটার হারে আবার নদীতে ফেরত। পানি দূষণ ও পানির লবণাক্ততা, নদীর পলি প্রবাহ, প্লাবন, জোয়ার ভাটা, মাছসহ নদীর উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ ইত্যাদির উপর প্রভাব

- **শব্দ দূষণ:**
  - কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি থেকে
  - কয়লা পরিবহন ও জাহাজ থেকে উঠা-নামানোর ফলে

শব্দ দূষণের ফলে জীব-জন্তুর বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে

- **ছাই দূষণ:**
  - বছরে ৪৭ লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ২ লক্ষ টন বটম অ্যাশ উৎপাদন
  - ছাইয়ে থাকা বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্যারিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়াম এর মাধ্যমে দূষণ

কয়লা পোড়ানো ধোঁয়া ও ছাই মারাত্মক বায়ু দূষণ ঘটাবে যা উদ্ভিদ ও পশুপাখির জীবন বিপন্ন করবে

বিষাক্ত ছাই মাটি চাপা দেয়ায় ভূমি উর্বরতা হারাবে ও পানি দূষিত হবে এবং ধ্বংস হবে বন

বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু থাকা অবস্থায় ক্ষতি-৩

- পশুর নদীর তীরে ২৫ একর আকৃতির ছাইয়ের পুকুর একটি বড় আশংকার কারণ

ছাইয়ের পুকুর থেকে ছাই দূষণের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত

- ডিসেম্বর ২০০৮-এ কিংস্টোন ফসিল ফুয়েল প্ল্যান্ট থেকে ৪২ লক্ষ ঘনমিটার ফ্লাই অ্যাশ স্লারি(পানি মিশ্রিত ছাই) এমোরি ও ক্লিনচ নদীতে ছড়িয়ে পড়ে।

  সূত্র: http://www.northcarolinahealthnews.org/dan-river-coal-ash-spill-timeline

- ফেব্রুয়ারি ২০১২ ডিউক এনার্জি'র কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাইয়ের পুকুর থেকে ৫০ হাজার থেকে ৮২ হাজার টন ছাই ও ২ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন দূষিত পানি নর্থ ক্যারোলিনা'র ড্যান নদীতে ছড়িয়ে পড়ে।

  সূত্র: https://www.scienceleadership.org/media/open/6998

বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু থাকা অবস্থায় ক্ষতি-৪

- জাহাজের কয়লাস্তূপ থেকে চুইয়ে পড়া কয়লা-ধোয়া বিষাক্ত পানি (বিলজ ওয়াটার)
- অ্যাংকরেজ পয়েন্টে কয়লা লোড-আনলোড করার সময় সৃষ্ট দূষণ
- কয়লার গুড়া, জাহাজ-নিঃসৃত তেল-আবর্জনা,
- জাহাজ চলাচলের শব্দ, ঢেউ, বনের ভেতরে জাহাজের সার্চলাইটের তীব্র আলো,
- জাহাজের ইঞ্জিন থেকে নির্গত বিষাক্ত সালফার ও নাইট্রোজেন গ্যাস ইত্যাদির ক্ষতিকর প্রভাব
- কয়লার জাহাজ ডুবির ফলে সৃষ্ট দূষণ

ছবি: কয়লা ওঠা নামার সময় সৃষ্ট ধুলা-দূষণ

বিভিন্ন ‘উন্নয়ন’ প্রকল্পের সম্মিলিত প্রভাব

- সুন্দরবনের চারপাশের জমি দখল বৃদ্ধি
- জাহাজ ভাঙা শিল্প, এলপিজি প্ল্যান্ট, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন দূষণকারী শিল্পের পরিকল্পনা
- ওরিয়ন পাওয়ার কর্তৃক ৫৬৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২০০ একর জমি ভরাট

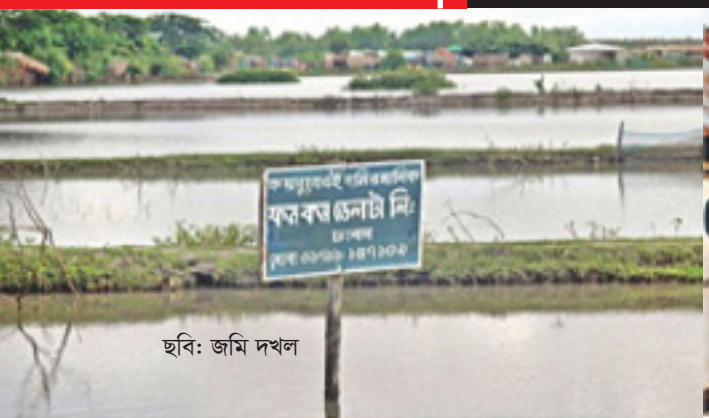

ছবি: জমি দখল

ওরিয়নের ৫৬৫ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- ২X২৮২.৫=৫৬৫ মেগাওয়াট আইপিপি
- জমি-২০০ একর
- সুন্দরবন থেকে দূরত্ব-১২ কিমি
- ইআইএ ছাড়াই জমি ভরাট

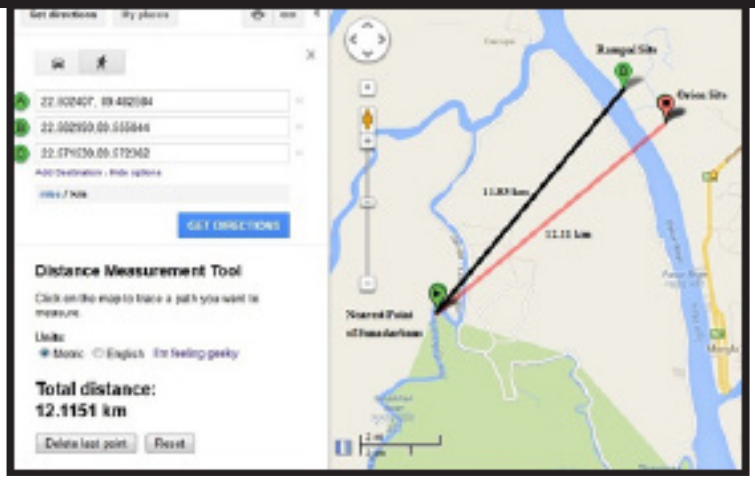

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণ

- বছরে ২২ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড
- বছরে ১৩ হাজার টন নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড
- বছরে ৫৫৬ টন ক্ষুদ্র কণা
- বছরে ১৮৮ পাউন্ড পারদ
- বছরে ২৫২ পাউন্ড আর্সেনিক
- বছরে ১২৮ পাউন্ড সীসা
- বছরে ৩ লক্ষ ২১ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ ও ৮৫ হাজার ৬শ টন বটম অ্যাশ।

১৩২০ মেগাওয়াট রামপাল ও ৫৬৫ মেগাওয়াট ওরিয়ন কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মিলিত দূষণ

- বছরে ৭৪ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড
- বছরে ৪৪ হাজার টন নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড
- বছরে ১৮৫৬ টন ক্ষুদ্র কণা
- বছরে ৬২৮ পাউন্ড পারদ
- বছরে ৮৪২ পাউন্ড আর্সেনিক
- বছরে ৪২৮ পাউন্ড সীসা
- বছরে ১১ লক্ষ টন ফ্লাই অ্যাশ ও ৩ লক্ষ টন বটম অ্যাশ।

সম্প্রতি সরকার রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াটের আরো একটি বিদ্যুৎ স্থাপনের লক্ষ্যে জমি ভরাটের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াটের জায়গায় ২৬৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হলে দূষণ আরো বাড়বে।

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ

- রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউনেস্কো সরকারকে প্রথম চিঠি দেয় ২২ মে ২০১৩ তারিখে।
- ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ইউনেস্কো ইআইএ রিপোর্টের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা উল্লেখ করে সরকারকে চিঠি পাঠায়।
- ওরিয়ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে ১১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সরকারকে আবার চিঠি দেয় ইউনেস্কো।
- ৩৮ তম অধিবেশনে আবারও সুন্দরবনের পাশে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজ চলাচল এবং অন্যান্য দূষণকারী কারখানার ব্যাপারে তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।
- সর্বশেষ জুলাই ২০১৫ তে ৩৯তম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত:
  - সুন্দরবনের বিশ্বঐতিহ্য বলে চিহ্নিত অংশ ও তার আশপাশের এলাকায় রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরোক্ষ ও ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব নিরুপনের জন্য কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা বা স্ট্র্যাটেজিক এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট(এসইএ) করার আহ্বান
  - পশুর নদী ড্রেজিং এর জন্য তৈরি পরিবেশ সমীক্ষায়(ইআইএ) সুন্দরবনের বিশ্বঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত অংশটুকুর উপর ড্রেজিং এর সুনির্দিষ্ট কি কি প্রভাব পড়বে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ।
  - সুন্দরবনের বিশ্বঐতিহ্য সংরক্ষণের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পশুর নদী ড্রেজিং এর সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার ও আইইউসিএন এর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটিকে রিঅ্যাকটিভ মনিটরিং (Reactive Monitoring) এর জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ করেছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি।

    উল্লেখ্য, কোন বিশ্বঐতিহ্যকে বিপদাপন্ন বিশ্বঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে সাধারণত রিঅ্যাকটিভ মনিটরিং করা হয়।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত জানতে দেখুন: http://whc.unesco.org/en/soc/3235

রামসার কর্তৃপক্ষের চিঠি

জলাভূমি সংরক্ষণ বিষয়ক রামসার কনভেনশনের সচিবালয় থেকে গত ২২ জুন ২০১১ তারিখে বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় বরাবর একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। চিঠিতে তিনটি বিষয় সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়:

- সুন্দরবনের পাশে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ
- সুন্দরবনের আকরাম পয়েন্টে কয়লা লোড আনলোড
- সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সীমার মধ্যে একটি শিপইয়ার্ড ও সাইলো নির্মাণ

বন অধিদপ্তরের আপত্তি

প্রধান বন সংরক্ষক ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ গত ২৯ সেপ্টম্বর ২০১১ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দিয়ে জানান:

> "*Sundarbans Ramsar Site সুন্দরবনের অংশ যার Legal Custodian বন অধিদপ্তর। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে এবং Landscape Zone এ এমন কোন শিল্প কারখানা স্থাপনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না যা সুন্দরবন তথা Sundarbans Ramsar Site এর জীববৈচিত্রের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে। কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হলে সুন্দরবনের Royal Bengal Tiger তথা সমগ্র সুন্দরবনের জীববৈচিত্র হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশ Ramsar Conservation এর Signatory থাকায় সুন্দরবনের জীববৈচিত্র রক্ষার বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক ভাবেও আরও বেশি দায়িত্বশীল করে। বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় কয়লাভিত্তিক Power Plant স্থাপন করা হলে* সুন্দরবনের জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। *Sundarbans Ramsar Site(World Heritage Site) বিধায় কয়লাভিত্তিক Power Plant* প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি জীববৈচিত্র সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে পুনঃবিবেচনা করার জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো।"

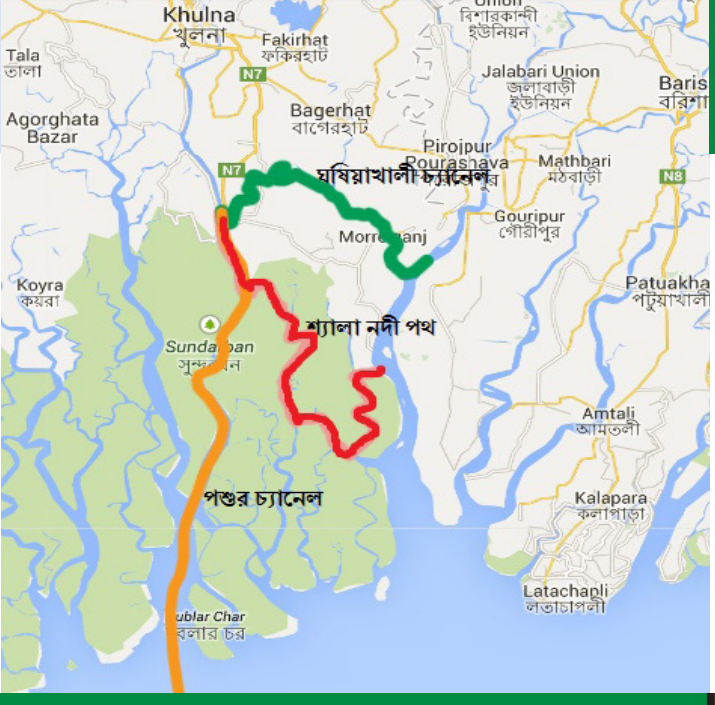

আসন্ন বিপদের আগাম লক্ষণ-১

- ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সুন্দরবনের শেলা নদীতে তেলের ট্যাংকার ডুবি
- ৩ মে ২০১৫ তারিখে সুন্দরবনের ভোলা নদে সার বোঝাই জাহাজডুবি
- ২৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে সুন্দরবনের পশুর নদে ৫১০ টন কয়লা বোঝাই কার্গো ডুবি

প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই তেল বা সার বা কয়লা ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধারে মারাত্মক অবহেলা ও সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে।

আসন্ন বিপদের আগাম লক্ষণ-২

মাটি ভরাটের সময় বাতাসে ধুলার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য পানি ছিটানো এবং ভরাটের স্থান ঘিরে রাখা, ড্রেজিংয়ের সময় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মদক্ষ (ইফিশিয়ান্ট) ড্রেজার ব্যবহার, ইফিশিয়ান্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মাধ্যমে জেনারেটর, ড্রেজার ও বালু বহনকারী জলযানের সালফার ও নাইট্রোজেনের বিষাক্ত অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল।

নদী থেকে বালু উত্তোলন ও মাটি ভরাটের সময় মৎস্যসম্পদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রজনন মৌসুমে কাজ বন্ধ রাখা, উপযুক্ত নিষ্কাশন নালা নির্মাণ, দেয়াল নির্মাণ ও দুর্ঘটনা ঘটলে যন্ত্রপাতি থেকে তেল ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর ব্যবস্থা থাকার কথা ছিল।

কিন্তু এসবের কোনো কিছুই করা হয়নি। এই পর্যবেক্ষণগুলো সবই সরকারের নিয়োগ করা প্রতিষ্ঠান সিইজিআইএসের নভেম্বর ২০১৪ সালের মনিটরিং রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই দূষণগুলোর জন্য হয়তো সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে না, কিন্তু এগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে সুন্দরবনের কী ঘটবে তার পূর্বাভাস।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ

- বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ ও প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে থাকা একটি দেশে আমদানি করে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার ঝুঁকি।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিষয়ে বিদেশি কোম্পানির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীলতা।
- ফারাক্কা বাধের কারণে ইতিমধ্যেই শুকিয়ে যাওয়া পদ্মা নদীর তীরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শীতলীকরণের জন্য পর্যাপ্ত পানির প্রাপ্যতা ও পদ্মা নদী থেকে পানি প্রত্যাহারের প্রভাব
- আমদানীকৃত ইউরেনিয়ামের উপর নির্ভর করে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও জ্বালানি নিরাপত্তার উপর তার প্রভাব।
- নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- স্বাভাবিক অবস্থাতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।
- বাংলাদেশের মতো একটি ইতোমধ্যেই বৈদেশিক ঋণ এবং তার সাথে যুক্ত শর্তের জালে আবদ্ধ দেশের জন্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপুল আর্থিক দায়।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত পুনর্বিন্যাস: আমাদের দাবি

ব্যয়বহুল, ঝুঁকিপূর্ণ, বন-পানি-মানুষ-পরিবেশবিধ্বংসী, ঋণ ও দুর্নীতিনির্ভর পথ বর্জন করে বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জাতীয় কমিটির ৭ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। এর মধ্যে আছে:

- সুন্দরবনবিনাশী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সকল অপতৎপরতা বন্ধ করা। সর্বজনের সম্পদে শতভাগ জাতীয় মালিকানা ও শতভাগ সম্পদ দেশের কাজে ব্যবহার।
- দুর্নীতি করবার দায়মুক্তি আইন বাতিল করে 'খনিজসম্পদ রফতানি নিষিদ্ধকরণ আইন' প্রণয়ন।
- পিএসসি প্রক্রিয়া বাতিল করে স্থলভাগে ও সমুদ্রে নতুন নতুন গ্যাস-ক্ষেত্র অনুসন্ধানে জাতীয় সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সুযোগ, ক্ষমতা ও বরাদ্দ প্রদান, প্রয়োজনে সাবকন্ট্রাক্টর নিয়োগ। রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট চালু, মেরামত ও নবায়ন। শেভ্রন ও নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের ৫০ হাজার কোটি টাকা আদায় করে তা খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ বিকাশে জাতীয় সংস্থার কার্যক্রম এবং বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনে ব্যয় করতে হবে।
- এশিয়া এনার্জিকে (জিসিএম) দেশ থেকে বহিষ্কার ও উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি নিষিদ্ধসহ ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন।
- জাতীয় সম্পদের উপর জাতীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সক্ষমতার বিকাশ।
- পরিবেশ ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের সর্বোত্তম মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি জ্বালানী নীতি প্রণয়ন করে তার জন্য প্রয়োজনীর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ এবং জনশক্তি তৈরির কাজ শুরু। জনধ্বংসী পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ওপর গুরুত্ব প্রদান ।

এই পথই দীর্ঘমেয়াদে টেকসই, সুলভ, নিরাপদ এবং জনবান্ধব উন্নয়ন ধারা তৈরি করতে সক্ষম। সরকার যাচ্ছে উল্টোপথে: এতে কিছু দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর লাভ হলেও দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, বিপদ ও বিপন্নতার দিকে। এগুলোকে যতোই উন্নয়ন বলে ঢোল পেটানো হোক, এগুলো মানববিধ্বংসী অস্ত্রের মতোই মানুষ ও প্রকৃতিবিধ্বংসী প্রকল্প। মানুষ ও দেশকে বিপন্ন করার এসব আয়োজন আমরা মানতে পারিনা।

আমরা আশা করি দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ সুন্দরবনসহ দেশের সম্পদ ও জনস্বার্থ রক্ষায় এসব কর্মসূচিতে অংশ নেবেন এবং ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলবেন:

সুন্দরবনধ্বংসী এনটিপিসি ও ওরিয়নের বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল কর

ভূমিদস্যুদের তৎপরতা বন্ধ কর

জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতি ও চুক্তি বাতিল কর। দায়ী দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের শাস্তি চাই

স্থলভাগ ও সমুদ্রবক্ষের শতভাগ সম্পদ দেশের কাজে লাগাও

বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জাতীয় কমিটির ৭ দফা বাস্তবায়ন করতে হবে

রক্তে ভেজা ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই

জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে সামগ্রিক উদ্যোগ নিতে হবে

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক ১৩৭/বি, জাহানারা গার্ডেন, গ্রীন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ফোন: ৮১২৬৬০৩। ওয়েবসাইট: http://ncbd.org. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ **দাম: ৫ টাকা**